বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই বালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা

খড়দহের পাতুলিয়ায় বাড়ির মধ্যে জমে থাকা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মঙ্গলবার যে ভাবে মারা গিয়েছিলেন সপুত্র বাবা-মা, বুধবার প্রায় সে ভাবেই প্রাণ হারাল উত্তর শহরতলির দমদমের দুই বালিকা— শ্রেয়া বণিক (১২) এবং অনুষ্কা নন্দী (১৩)। তারা দু'জনেই স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মতিঝিল এলাকার বান্ধবনগর অঞ্চলে, দক্ষিণ দমদমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে শ্রেয়া এবং অনুষ্কাদের বাড়ি কাছাকাছিই। এলাকায় পুরনো বাসিন্দা বলেই পরিচয় দু'টি পরিবারের। বান্ধবনগরের ঝিলপাড় এলাকার পুরনো বাসিন্দা শ্রেয়ার বাবা সঞ্জীব বণিক। কথা বলার মতো অবস্থা নেই তাঁর। অস্ফুটে শুধু বলছেন, "বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে বেরলো মেয়েটা, আর ফিরল না!"

স্কুল থেকে ফেরা, খেলাধুলো এমনকি শিক্ষকের কাছে পড়তেও এক সঙ্গেই যেত দুই বালিকা। এ দিন পড়তে যাওয়ার আগে পাড়ার রাস্তায় খেলাচ্ছলে 'জল-মাপতে' বেরিয়েছিল শ্রেয়া। অনুষ্কার বাড়ির সামনে জল হাঁটু ছাড়িয়েছে শুনে জল ভেঙে সে দিকেই হাঁটতে থাকে দু'জনে। সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে জল ঠেলে আসা একটি গাড়িকে জায়গা করে দিতে গিয়ে টাল সামলাতে পারেনি অনুষ্কা। নিজেকে সামলাতে রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টটিকে জড়িয়ে ধরে সে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই ঢলে পড়ে

এর পর পৃঃ ৫ ►

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

▶ পৃঃ ১-এর পর

সে। বন্ধু পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে ধরতে এগিয়ে এসে একই ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় শ্রেয়াও।

স্থানীয় বাসিন্দারাই তাদের আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে দুই কিশোরী। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বান্ধবগড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে একই সঙ্গে উত্তেজনা এবং আতঙ্ক। প্রশ্ন ওঠে জলমগ্ন এলাকায় বাতিস্তম্ভগুলোয় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল কেন?

গত দু'দিনের দুর্যোগের বর্ষণে জলমগ্ন গোটা কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকা। দমদমের বান্ধবনগরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রবিবার কোমর জলে ডুবে ছিল এলাকা। বুধবারেও জল নামেনি। বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ অধিকাংশ এলাকায়। বান্ধবনগরের অধিকাংশ বাতিস্তম্ভেও তাই বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। তা হলে ওই বাতিস্তম্ভ বিদ্যুৎবাহী হয়ে উঠল কী করে, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েই। দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য তথা ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর সুরজিৎ রায়চৌধুরী জানান, ওই বাতিস্তম্ভ কেন বিদ্যুৎবাহী হয়ে উঠেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় পুর কর্তারা অবশ্য স্বীকার করছেন, বিপদ এড়াতে বহু জায়গাতেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করা হলেও টানা আড়াই দিন ধরে বিদ্যুৎহীন হওয়ায় পাল্টা অসন্তোষও জমছিল এলাকায়। জলের অভাব, সঙ্গে রয়েছে মশার উৎপাত, তাই এলাকার অনেকেই বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছিলেন। পুর-প্রশাসক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাপি মিত্র জানান, সিইএসসি এবং স্থানীয় পুরকর্তৃপক্ষ জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রেখেছিলেন।

সিইএসসি-র বক্তব্য, ঘটনাটি

■ শ্রেয়া বণিক

■ অনুষ্কা নন্দী

দুর্ভাগ্যজনক। তবে যে কোনও রাস্তার বাতিস্তম্ভ সংশ্লিষ্ট পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করে ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে। কোনও একটি বাতিস্তম্ভে আলাদা করে নয়, সার্বিক ভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাতিস্তম্ভগুলিতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়। সেই সংযোগ কখন দেওয়া হবে বা কখন বন্ধ করা হবে, তা পুর-কর্তৃপক্ষেরই সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক তদন্তে সংস্থাটি জেনেছে, ওই বাতিস্তম্ভের 'জয়েন্ট বক্স'টি খোলা ছিল। তবে সেটি জলের অনেকটা উপরেই ছিল। সেটি খোলা না বন্ধ, তা-ও নজরে রাখা পুর-কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব বলে সংস্থার দাবি। এ ছাড়া, কোথাও জলে বিদ্যুতের লাইন ডুবে থাকলে তা নজরে রেখে আগাম ব্যবস্থা নিতেও সংশ্লিষ্ট পুর-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয় সিইএসসি-কে।

দুর্ঘটনার পরে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ শ্রেয়া এবং অনুষ্কার পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যা শুনে বান্ধবনগরের বাসিন্দারা বলছেন, "দু'লাখ টাকায় কি দু'টি ফুটফুটে মেয়ে ফিরবে!"

ফের জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দুই কিশোরীর

তন্ময় সেনশর্মা ■ দমদম

২২ সেপ্টেম্বর– আবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু। এবার দক্ষিণ দমদমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। খেলতে খেলতে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হলো দুই বালিকার।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। খড়দহের পাতুলিয়ায় এক দম্পতি ও তাঁদের এক সন্তান এবং টিটাগড়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। পাতুলিয়ায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ঘরের মধ্যেই জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। টিটাগড়ে রাস্তায় জমে থাকা জল বিদ্যুৎবাহী হয়ে ওঠায় সেখানে পড়ে গিয়ে এক কিশোর প্রাণ হারিয়েছে। এই দু'টি ঘটনাই স্থানীয় প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

তারপরে বুধবার আবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দমদমে উত্তেজনা ছড়ায়। দ্রুত দুই বালিকাকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অঞ্চলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বুধবার বিকালে বান্ধবনগর অঞ্চলে দুই বালিকা খেলছিল। ওই অঞ্চলে হাঁটুর উপরে জল। জলেই দু'জন খেলছিল। পাউরুটির একটি ভ্যান ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। জলে তা বেসামাল হয়ে এক বালিকাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি ফুটপাতে থাকা লাইটপোস্টের গায়ে পড়ে। লাইটপোস্টে ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি এরপর জলে ছিটকে পড়ে যায় ও ছটফট করতে থাকে। তখন ওর খেলার সঙ্গী ছুটে গিয়ে বন্ধুকে ধরে। বন্ধুর গায়ে হাত দিতেই সেও ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন বিষয়টি বুঝতে পেরে বাঁশ নিয়ে এসে ওদের ফুটপাতে সরিয়ে দেন। তারপরেই দু'জনকে দ্রুত আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দমদমের বান্ধবনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে দুই কিশোরীর দেহ।

অঞ্চল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই শিশুর নাম স্নেহা বণিক ও অনুষ্কা বণিক। অনুষ্কা বান্ধবনগরে তার মামার বাড়িতে এসেছিল। স্নেহা পাশেই ঝিলপারের বাসিন্দা। লাইটপোস্টটি কোনওভাবে শর্টসার্কিটের কারণে বিদ্যুৎবাহী হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দমদম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ওই অঞ্চলে তিন দিন ধরে প্রচুর জল জমে থাকায় মানুষ এমনিতেই ক্ষুব্ধ। তারপরে এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁরা অঞ্চলের পৌর কো-অর্ডিনেটর এবং সিইএসসি'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

অনুষ্কার মা প্রিয়াঙ্কা নন্দী এদিন আরজি কর হাসপাতালে দাঁড়িয়ে বলেন, ''মেয়েকে তো ফিরে পাব না। দোষীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজনে আদালতে যাব।'' এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, জমা জল না সরায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। শিশু সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। সিইএসসি'র পক্ষ থেকে ওই অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ আর জমা জল সরানোর উদ্যোগ না থাকায় দুই শিশুকে প্রাণ দিতে হলো।

148/SMC/21

West Bengal
Human Rights
Commission

File No. 3496/25/15/2021

Dt. 23.09.2021

Enclosed is the news clippings appeared in the **"ANANDA BAZAR PATRIKA"** and **"GANASHAKTI"**, Bengali daily dated 23.09.2021, the news item is captioned,

ABP - "বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই বালিকা"

Ganashakti - "ফের জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দুই কিশোরীর"

The Administrator, South Dum Dum Municipality is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 26th October, 2021.

The Managing Director, CESC is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 26th October, 2021.

The matter be listed on 2nd November, 2021.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

27/9/2021
(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 23.09.2021.
Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.